মূলশব্দাবলীঃ
সত্যবাদিতা
মিথ্যাচার
বেহেশত

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

29 August 2025 / 5 Rabiulawal 1447H

সত্যবাদিতা হলো বেহেশতের চাবিকাঠি

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِلْبِرِّ وَٱلْإِحْسَانِ، وَجَعَلَ فِي نَبِيِّهِ أَكْمَلَ قَائِدٍ لِلْإِنسَانِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٱللَّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللَّهِ، ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، فَقَدْ فَازَ ٱلْمُتَّقُونَ.

প্রিয় ভাইয়েরা আমার,

আপনি কি বিশ্বাস করেন যে এমন কোনো নীতি বা নৈতিক আদর্শ আছে যা আমাদের জান্নাতের নিশ্চয়তা দিতে পারে? নবী করীম (সা.) একবার বলেছিলেন যার বাংলা অর্থ হলোঃ

"নিশ্চয়ই সত্যবাদিতা মানুষকে ন্যায়পরায়ণতার দিকে যেতে অনুপ্রাণিত করে , আর ন্যায়পরায়ণতা মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ যখন অবিরত সত্য কথা বলতে থাকেন, অবশেষে আল্লাহ সুবহানহু ওয়া তা'আলার কাছে তিনি একজন সত্যবাদী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যান।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার,

নিশ্চয়ই, সত্যবাদিতার গুণ একজন বিশ্বাসীর সমগ্র জীবনকে গড়ে তোলে। এই গুণ মানুষের কথা বলা, আচরণ—সেটা হোক প্রকাশ্যে বা একান্তে—এবং আল্লাহর সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্কের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

যদি সত্যবাদিতা হয় মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার চাবিকাঠি, তবে মিথ্যাচারই মানুষকে টেনে নেবে জাহান্নামের দিকে। এটি নবী করীম (সা.)-এর একই হাদিসের পরবর্তী অংশের অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ-

“আর নিশ্চয়ই মিথ্যাচার অসৎকর্মের দিকে নিয়ে যায়, আর অসৎকর্ম নিয়ে যায় জাহান্নামের দিকে। মানুষ অবিরত মিথ্যা বলতে থাকে, অবশেষে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার নিকট সে একজন চরম মিথ্যাবাদী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়।” (বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

সম্মানিত ভাইয়েরা,

একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী সর্বদা সত্য কথা বলার চেষ্টা করে এবং একে নিজের চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করে, এমনকি সে এ গুণের জন্য পরিচিত হয়ে যায়। একই সঙ্গে একজন বিশ্বাসী আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায় তার জীবন থেকে মিথ্যাচার দূর করতে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের অবশ্যই আত্মসমালোচনা করতে হবে এবং নিজেদের পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে—আমাদের জীবনে মিথ্যার অস্তিত্ব আছে কিনা তা দেখতে হবে। মিথ্যার অস্তিত্বের দুটো দিকঃ **আমাদের কথায় ও আমাদের কাজে।**

<u>প্রথমঃ আমাদের কথায় মিথ্যাচার</u>

বক্তৃতা বা কথোপকথনে মিথ্যার প্রকাশ ঘটে নিন্দা, অপমান অথবা এ ধরনের অন্যান্য আচরণের মাধ্যমে। কখনও কখনও হাস্যরস বা রসিকতার নামেও মিথ্যা সম্বলিত কথা আমাদের আলোচনায় স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ঃ আমাদের কর্মে

কর্মে মিথ্যার প্রকাশ ঘটে ভণ্ডামির মাধ্যমে—অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে ভালো চেহারা উপস্থাপন করা হলেও অন্তরে পাপাচার লুকিয়ে রেখে। এটি আমানতের খেয়ানত ও অঙ্গীকার ভঙ্গের মাধ্যমেও প্রকাশ পেতে পারে।

উপস্থিত সৌভাগ্যবান সুধী,

সত্যবাদী হওয়ার গুরুত্ব আজকের এই সীমাহীন ডিজিটাল যোগাযোগের যুগে ক্রমশ আরও সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো—যদিও এগুলো বহু ইতিবাচক প্রভাব ও সুফল নিয়ে আসে—তবুও এগুলো নেতিবাচক উপাদান থেকে মুক্ত নয়, যা প্রায়ই সত্য ও মিথ্যার সীমারেখা মুছে দেয়। এই প্ল্যাটফর্মগুলো ঘৃণা ছড়ানোর, অন্যকে অপমান করার, মিথ্যা চিত্র উপস্থাপন করার ইত্যাদি নানা কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। আর এগুলিও এক ধরনের মিথ্যাচার।

একজন সত্যনিষ্ঠ বিশ্বাসী তার চরিত্রে দৃঢ় ও অবিচল থাকে। তার ব্যক্তিত্ব সর্বদা একই রকম থাকে। তা সে হোক ডিজিটাল জগতে বা বাস্তব জীবনে, বাহ্যিক রূপে বা অন্তরের গভীরে—সে সর্বদা সত্য ও সততাকেই আঁকড়ে ধরে। আর হে প্রিয় ভাইয়েরা আমার, বলুন কেন এমন হয় ? কারণ একজন বিশ্বাসী সম্পূর্ণভাবে সচেতন থাকেন যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর প্রতিটি কাজ দেখেন, প্রতিটি কথা শোনেন এবং মানুষের আড়ালে লুকিয়ে রাখা প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন।

তাই আমরা যদি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তথ্য শেয়ার করতে চাই বা মতামত প্রকাশ করতে চাই, তবে নিশ্চিত করতে হবে যে আমাদের শেয়ার করা বিষয়গুলি সমাজের উপকারে আসবে—আর সেগুলি অর্থহীন, বিভ্রান্তিকর বা ক্ষতিকর নয়। আসুন, আমরা যা শেয়ার করি তাতে সত্যবাদিতার সাথে করি।

প্রিয় নবী (সঃ)এর উপস্থিত প্রিয় উম্মতবৃন্দ,

প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যিকারের প্রিয় মানুষ হিসেবে আমাদের সর্বদা সত্যবাদিতা ধারণ করতে হবে—আমাদের কথা, আমাদের কাজ, এমনকি আমাদের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বানী উচ্চারণেও আমাদের হতে হবে সত্যবাদী। কোনো পরিস্থিতিতেই আমাদের মিথ্যার সাথে নিজেকে যুক্ত করা যাবে না। আমরা কেবল তখনই নবী করীম (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার দাবিদার হতে পারি, যখন আমরা আন্তরিকভাবে ও নিষ্ঠার সাথে সত্যবাদী হওয়ার চেষ্টা করি, যেমন তিনি (সঃ) নিজে উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন। আসুন, আমরা মনেপ্রাণে গ্রহণ করি সেই ঐশী আদেশ, যা নবী করীম (সা.)-এর প্রতি সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত ১১৯-এ নাজিল করা হয়েছে-

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ١١٩

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বিশ্বাসীদের তাকওয়া অবলম্বন করতে (আল্লাহকে ভয় করতে) এবং সত্যবাদীদের সঙ্গ অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ সত্য পথ ছাড়া মুক্তি নেই।

হে আল্লাহ, আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন, আমাদেরকে আপনার জান্নাতে পস্থান দিন, যাতে আমরা আপনার প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি, এবং যাতে আমরা নবী ও যাঁরা আপনার প্রতি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন তাঁদের সঙ্গে একত্রিত হতে পারি। আমিন, ইয়া রাব্বুল আলামীন!!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِين. أَمَّا بَعْد، فَيا عِبادَ الله، اتَّقُوا اللهَ تَعالَى فِيما أَمَر، وانْتَهُوا عَمَّا نَهاكُم عَنْهُ وَزَجَر.

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلى النَّبِيِّ الْمُصْطَفى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذلِكَ حَيْثُ قال فِي كِتابِهِ العَزِيز: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ يا أَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتَّابِعِين، وَتابِعِي التَّابِعِين، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنات، والمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمات، الأَحْياءِ مِنْهُم وَالأَمْوات. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلاءَ وَالوَباءَ وَالزَّلازِلَ وَالمِحَن، ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَن، عَن بَلَدِنا خاصَّةً، وَسائِرِ البُلْدانِ عامَّةً، يا رَبَّ العالَمِين. اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوانَنا الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّة وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكانٍ عامَّةً، يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يا رَبَّ العالَمِين. اللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلامَ وَالأَمْنَ وَالأَمانَ

لِلْعالَمِ كُلِّهِ ولِلّناسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي القُرْبى، وَيَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ.